গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী-২/২০০৭/৫৩৯ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বন্যপ্রাণী ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন; বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজন ও পঙ্গু মানুষের পুনর্বাসন; বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ; বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চতকরণ; বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টি; লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণীর জীবন রক্ষা করা এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে **বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩ (পিও নং-২৩)** এর আওতায় সরকার ''বন্যপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০'' নিম্নবর্ণিতভাবে প্রণয়ন করলেন:-

১। **শিরোনাম:** এই নীতিমালা **"বন্যপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০"** নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগ:** (ক) এ নীতিমালা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।
(খ) এ নীতিমালা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত তারিখ হতে বলবৎ হবে।

৩। **উদ্দেশ্য:**
(ক) বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষ ও জানমালের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর প্রতি মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধি;
(খ) বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের পুণর্বাসন ও বন্যপ্রাণীর আক্রমণে পঙ্গু হওয়া মানুষের পুনর্বাসন;
(গ) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে স্থানীয় জনসাধারনের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ;
(ঘ) ক্ষতিপুরণ প্রদানের মাধ্যমে বিরল ও বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান ;
(ঙ) বন্যপ্রাণীর জীবন ও আবাসস্থল ধ্বংস হতে পারে এরূপ কর্মকান্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিবৃত্ত করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ ;
(চ) লোকালয়ে চলে আসা বিপন্ন প্রজাতির বাঘ, হাতি ও কুমির সংরক্ষণ করা ।

৪। **সংজ্ঞা-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক)	"বন্যপ্রাণী" অর্থ- বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩ (পিও নং-২৩) এ বর্ণিত বন্যপ্রাণীকে বুঝাবে।
(খ)	"ক্ষতিপূরণ" অর্থ এই নীতিমালায় বর্ণিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের জন্য যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে।

৫। **যে সকল বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে ঃ**

বাঘ, হাতি ও কুমির।

৬। **যে সকল এলাকায় আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে ঃ**

(ক)	আইনানুগভাবে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বনাঞ্চলের অভ্যান্তরে বিধি ৫-এ বর্ণিত কোন বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে।
(খ)	কোন ব্যক্তি সরকারি বন এলাকার চিহ্নিত সীমানার বাহিরে আক্রান্ত হলে।
(গ)	সরকারি বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশের ফলে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিধি ৫ - এ বর্ণিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলেও ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না।

চলমান পাতা-২

৭। **ক্ষতিপূরণের ধরণ ও নির্ধারণের হার ঃ**

ক্র: নং	ক্ষতির ধরণ	ক্ষতি পূরণের পরিমান
(i)	মানুষ মারা গেলে-	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
(ii)	মানুষ পঙ্গু হলে-	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)
(iii)	গবাদিপশু, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, ফসল ইত্যাদি পরিসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা)

৮। **বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমাল ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ কমিটি ঃ**

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রমনের ফলে নিহত, পঙ্গু বা পরিসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা বৈধ উত্তরাধিকারী বা মালিক ঘটনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নির্ধারিত (নমুনা-ক) ফরমে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সম্পর্কে অবহিত করত: সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি ও ডাক্তারী সনদপত্র সংযুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন। উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পরে নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দাবীর বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করা হবে।

কমিটি ঃ

ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার - আহ্বায়ক
খ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান - সদস্য
গ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য - সদস্য
ঘ) সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক / রেঞ্জ কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে, গবাদি পশু, ঘড়-বাড়ী, ফসলাদির ক্ষতি নিরূপণ ও জীবন হানির ব্যাপারে সত্যতা যাচাই করে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৯। **ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরঃ**

(ক)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ''বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মানুষের জানমাল ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ কমিটি'' এর প্রতিবেদন ও ক্ষতিপূরণ আবেদন প্রাপ্তির পর উহা পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহকারে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষকের নিকট আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করবেন। বন সংরক্ষক সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ ও দাবিকৃত অর্থ মঞ্জুরী প্রদানের জন্য "চীফ ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন" (প্রধান বন সংরক্ষক) এর নিকট প্রেরণ করবেন।
(খ)	আর্থিক মঞ্জুরী প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ এর নিকট কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ চেক এর মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ দুইশত পঞ্চাশ কপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।